রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ১৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৪, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৫—৩৫৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৩—৬১৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৭—২০৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৩৭—৬৮৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ৩১-০৩-০৮-ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১/২৪ মার্চ ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৬.২৫-৯৫**—যেহেতু, জনাব শুধাংসু কুমার সাহা (১০৯০৫০৪১), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে অনভিপ্রেত ও অপ্রীতিকর কার্যকলাপের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়;

যেহেতু, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান মোতাবেক জনাব শুধাংসু কুমার সাহা (১০৯০৫০৪১), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, কুমিল্লা-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

১। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবলিম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩১/২০ মার্চ ২০২৫

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০১.২৪.৬২**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক এন্ড ওয়ার্কস) (চলতি দায়িত্ব), পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা [মূলপদঃ পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।] পদে কর্মরত থাকাকালে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২৩-১১-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০৪০.২৫.০০৩.২৩. ২১১ নং স্মারকের মাধ্যমে পবিত্র উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এর মক্কা-মদিনায় গমনের নিমিত্ত ০৫-১২-২০২৩ হতে ১৯-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনেরো) দিন অথবা ভ্রমন শুরুর তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিন বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি ১০-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। বিদেশ গমন করে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসা নেয়ার অনুমতি চেয়ে ২৪-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত আবেদন ই-মেইলে প্রেরণ করেন। কিন্তু অসুস্থতার স্বপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণক আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার অসুস্থতার স্বপক্ষে প্রমাণক ও তার নামে ইস্যুকৃত সর্বশেষ পাসপোর্টের সকল পৃষ্ঠার ছায়ালিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর পত্র ও তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও উক্ত পত্রের কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। অতঃপর বর্ণিত কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার দাপ্তরিক ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই-মেইলে প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায় নি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে কোনো জবাব না পাওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব আ.স.ম. আশরাফুল আলম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) অধিশাখা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ২৩৮ দিন (১০ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত) অনুমতি ছাড়াই বিদেশে অবস্থান করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৭(৯) বিধি অনুযায়ী ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩. ২৭.০০১.২৪.৫৬ নং স্মারকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে ২য় কারণ দর্শানো জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শানো জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, তার স্বাক্ষরটি স্ক্যান করা অর্থাৎ তিনি অন্য কোনো মাধ্যমে জবাব দাখিল করেছেন। এছাড়া, তার জবাবটি অপ্রাসঙ্গিক এবং উক্ত জবাবে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে কোনো যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করা হয় নি। একইসাথে, তার দাপ্তরিক ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত পত্র দু'টি বিনা জারিতে ফেরত আসে; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়, অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত জবাবসহ সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক এন্ড ওয়ার্কস) (চলতি দায়িত্ব), পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা [মূলপদ: পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে মর্মে জানায়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক এন্ড ওয়ার্কস) (চলতি দায়িত্ব), পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা [মূলপদ: পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।]-কে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক এন্ড ওয়ার্কস) (চলতি দায়িত্ব), পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা [মূলপদ: পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ২৫-১২-২০২৩ খ্রি. হতে তাকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪৩১/২০ মার্চ ২০২৫

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৮৪.২২-৭৮—জনাব মোঃ শাহজালাল, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ (পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা [মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে] উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নবাবগঞ্জ, ঢাকায় কর্মকালীন অভিযোগ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি মৃত নূরজাহান বেগম, প্রাক্তন আয়া, জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ কেন্দ্র, নবাবগঞ্জ ঢাকার ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখ থেকে ৩০-০৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া বেতন বাবদ পাওনাকৃত ১৩,০০,০০০/- (তের লক্ষ) টাকার মধ্যে ১০,৫০,০০০/- (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করেন এবং অবশিষ্ট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করেন। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কৈলাইল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নামে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি খাতে বরাদ্দকৃত ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার মালামাল ক্রয় না করে অর্থ উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেন;

০২। যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী কর্মকাণ্ড যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" হিসেবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৩। যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-৬৮/২২ রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১৩-০৩-২০২৩ তারিখের ৫৯.০০.০০০০. ১১৭.২৭.০৮৪.২২-৭০ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসাদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রথম অভিযোগটির সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়ে কোনো প্রমাণক উপস্থাপন করেননি মর্মে মতামত প্রদান করেন। তবে অভিযুক্ত 'ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কৈলাইল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নামে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি খাতে বরাদ্দকৃত ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার মালমাল ক্রয় করার NOC জমা প্রদান করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহজালাল, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হলো। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মো: সারোয়ার বারী

সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ চৈত্র ১৪৩১/১৭ মার্চ ২০২৫

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.০০৬.১৪.১৭৩**—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৭২/২০১৭ (নতুন) (২৯৪/২০১৬ পুরাতন) ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২১৫/২০১৮ এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল (সিপিএলএ) ৮০০/২০২৩ ও ৮০১/২০২৩ এর রায়/আদেশ অনুযায়ী বেগম শাহীন আখতার, গবেষণা কর্মকর্তা (বরখাস্তকৃত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা-কে আর্থিক সুবিধাসহ গত ২৬-০২-২০০৯ তারিখ হতে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন

সচিব (রুটিন দায়িত্ব)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৭.০২(১)-১১৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ নাজমুজ ছলেহীন, জন্ম তারিখ : ১০-০২-১৯৮২ খ্রি., পিতা-কাজি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাতা-মোছাঃ সাজেদা বেগম, গ্রাম:-ভিটা পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, পোস্ট-গাংনী, গাংনী পৌরসভা, থানা-গাংনী, জেলা- মেহেরপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পৌরসভার ০৭, ০৮ ও ০৯ ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৭.০২(১)১১৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবুল হাসান, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৭৯ খ্রি., পিতা-ফকির মোহাম্মদ, মাতা-মোছাঃ আয়েশা সিদ্দীকা, গ্রামঃ শিশিরপাড়া ওয়ার্ড নং-০২, পোস্ট- গাংনী, গাংনী পৌরসভা, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পৌরসভার ০১, ০২, ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৭.০২(১)১১৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আহসান হাবীব, জন্ম তারিখ: ০৫-১২-১৯৮৯ খ্রি., পিতা-মোঃ আবু বক্কর মুন্সী, মাতা-মোছাঃ, ফজিলাতুন্নেছা, গ্রাম: গাংনী উত্তর পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৪, পোস্ট-গাংনী, গাংনী পৌরসভা, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পৌরসভার ০৪, ০৫, ও ০৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৭.২০২৫-২২৯—যেহেতু জনাব এ কে এম লিয়াকত আলী (বিপি-৭০৯৩০১০২৩৯) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কক্সবাজার জেলার রামু থানা (বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, দিনাজপুর জেলা) এ কর্মকালে এসআই (নিরস্ত্র) ফজলুল করিম বাদী হয়ে রামু থানার মামলা নং-২৫, তারিখ ২৩.১০.২০১৭, ধারা-১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) টেবিল ৯(খ)/২৫ রুজু করেন। তিনি মামলা রুজুর পূর্বে পলাতক এজাহারনামীয় আসামিরা ঘটনার সাথে জড়িত কিনা সে সম্পর্কে যাচাই-বাচাই করেননি। তদন্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা, সঠিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং পলাতক আসামিরা এজাহার মোতাবেক কেন ঘটনার সাথে জড়িত নন এবং কেনই-বা পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে হয়রানি করা হয়েছে তা যাচাই-বাছাই না করে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য ১ নং আসামি ড্রাইভার মোঃ দীন ইসলাম এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল ও উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এজাহারনামীয় পলাতক আসামি জি এম সরওয়ার, কামরুল ইসলাম লিংকন, ও শাহিদ উদ্দিনকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এমই (ME) অগ্রবর্তী করেছেন। পরবর্তীতে তদন্তকারী অফিসার এসআই (নিরস্ত্র) সৈয়দ ছানাউল্যাহ এজাহারনামীয় ০১ নং আসামি ড্রাইভার মোঃ দ্বীন ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং এজাহারনামীয় অপরাপর আসামিদের অত্র মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা করেন। এতে থানার অফিসার ইনচার্জ হিসাবে মামলার তদন্ত তদারকিতে তার গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী উল্লিখিত অভিযোগসমূহের মধ্য হতে এজাহারভুক্ত পলাতক ০৩ আসামির বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও চার্জশীট হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করে শুধুমাত্র ১ নং আসামিকে অভিযুক্ত করে চার্জশীট দাখিলের নিমিত্তে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত এমই পর্যালোচনা না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রগামী করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে "০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী গত ১২-০৩-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকারপক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব এ কে এম লিয়াকত আলী (বিপি-৭০৯৩০১০২৩৯) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কক্সবাজার জেলার রামু থানা (বর্তমানে কোর্ট পুলিশ

পরিদর্শক, দিনাজপুর জেলা)-কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড "০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৪.২০২৫-২৩০—যেহেতু, জনাব মোঃ আসলাম বাহার বুলবুল, বিপি-৬৯৯৫০৮৭১৩৫, বর্তমানে গোয়েন্দা শাখা, কে এমপি, খুলনায় কর্মরত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-(৩) (ক) ও ৩ (খ) এর অধীনে অদক্ষতা ও অসদাচরণের দায়ে আনীত অভিযোগে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-৯৩/২০২১, তারিখ-১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ রুজু করা হয়। অভিযুক্ত ঘটনার দিন খুলনা সদর থানায় অফিসার ইনচার্জের অবর্তমানে চার্জে থাকাকালীন গত ১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ খুলনার গল্লামারীস্থ ডাঃ আব্দুর রকিব খান এর রাইসা ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকা শিউলি বেগম নামক রোগীর সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়। রোগীর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় এবং শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটনায় ১৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল অনুমান ১০.০০ ঘটিকায় রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। খুলনা মেডিক্যাল কলেজে রোগীর অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে একই দিনে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। শিউলি বেগমের আত্মীয় স্বজন তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মৃতার আত্মীয় স্বজন তাকে নিয়ে ১৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যার পর এ্যাম্বুলেন্স যোগে গল্লামারীস্থ রাইসা ক্লিনিকের সামনে আসে। সেখানে মৃতার আত্মীয় স্বজন একপর্যায়ে রাত অনুমান ০৮.৩০/০৯.০০ ঘটিকার দিকে ডাঃ আব্দুর রকিব খানকে মারধোর করে। পরবর্তীতে ১৬-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ১৮.৩০ ঘটিকায় আহত ডাঃ আব্দুর রকিব খান শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। নিহত ডাঃ আব্দুর রকিব খানের আপন ভাই মোঃ সাইফুল ইসলাম খানসহ অন্যান্যরা খুলনা সদর থানায় ডিউটি অফিসারের নিকট উপস্থিত হয়ে জিডি/অভিযোগ করার জন্য অফিসার ইনচার্জকে খোঁজ করেন। অভিযুক্ত থানায় উপস্থিত না থাকায় মৃত ডাঃ আব্দুর রকিব খানের ভাই মোঃ সাইফুল ইসলাম অভিযুক্তের মোবাইলে ফোন করে ঘটনার বিষয়ে অবহিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিহত ডাঃ আব্দুর রকিব খানের ভাই মোঃ সাইফুল ইসলামের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে জানা সত্ত্বেও নিজে (অফিসার ইনচার্জ এর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বে নিয়োজিত) বা অন্য কোনো অফিসারের মাধ্যমে তিনি কোনো প্রকার আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিএমএ কর্তৃক তাকে খুলনা সদর থানা হতে অপসারণসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন। ফলে জনমনে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১২-০৩-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকারপক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত দণ্ড হ্রাস করা আবশ্যক প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আসলাম বাহার বুলবুল বিপি-৬৯৯৫০৮৭১৩৫, বর্তমানে গোয়েন্দা শাখা, কে এমপি, খুলনায় কর্মরত-কে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক "০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৫.২০২৫-২৩১—যেহেতু, জনাব এসএম আওরঙ্গজেব (বিপি-৭০৯৭১০৪৭০৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জ হতে প্রেষণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, সাভার, সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসাবে হরিপুর থানা, ঠাকুরগাঁও এ কর্মরত থাকাকালে তাঁর নির্দেশে বিজিবি'র লাইনম্যান মোঃ আব্দুর রহিমকে থানায় নিয়ে আসা, বিজিবি'র লাইনম্যান মোঃ আব্দুর রহিমের পিসিপিআর যাচাই না করে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া, বিজিবি'র লাইনম্যান মোঃ আব্দুর রহিমকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়ার সময় মুচলেকা ও জিম্মানামা গ্রহণ না করা এবং থানা থেকে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে থানায় রক্ষিত সাধারণ ডায়েরিতে নোট দেয়া হয়েছিল কিনা তা তদারকি না করার অভিযোগ সাক্ষীদের জবানবন্দী, দালিলিক স্বাক্ষ্য প্রমাণ, তদন্তে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ১২-০৩-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকারপক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব এসএম আওরঙ্গজেব (বিপি-৭০৯৭১০৪৭০৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জ হতে প্রেষণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, সাভার, ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, হরিপুর থানা, ঠাকুরগাঁও-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর দণ্ডাদেশ সার্বিক পর্যালোচনায় অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭–১৫৬—আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭–১৮৪ এর মাধ্যমে গঠিত বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স সরকার নিম্নরূপে পুনর্গঠন করলো:

সভাপতি

(০১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(০২) প্রধান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

(০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৬) আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৭) দুর্নীতি দমন কমিশন-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৮) অপরাধ তদন্ত বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৯) এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১০) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১১) সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স সেল (সিআইসি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১২) বিএফআইইউ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

খ) **টাস্কফোর্স এর কার্যপরিধি নিম্নরূপ:**

- বাংলাদেশ হতে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তদন্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জব্দ বা উদ্ধারকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ, বিদেশি সংস্থার সাথে যোগাযোগ, তথ্য আহরণ; এবং
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন।

গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং কোনো দেশি–বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞকে সভায় উপস্থিত হওয়াসহ বিশেষজ্ঞ মতামত/পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করতে পারবে।

ঘ) জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, টাস্কফোর্সের কার্যাবলি সমন্বয় করবেন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ) এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার রিবা
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৩.২০২৩–৪০—যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ সাচ্চু মিয়া, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে গত ০১-০১-২০১২ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন এবং গত ১৫-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য গত ২২-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে আপনি তার জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে গত ১৩-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা থেকে ইনডিগো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 6E1865 যোগে দিল্লী, ভারতের উদ্দেশ্যে বহির্গমন করেন;

যেহেতু, আপনি গত ১৫-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ২৮-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ৭৩ (তিয়াত্তর) দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ৬০ দিনের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিতি একই বিধিমালার ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর শামিল বিধায় বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২৩ রুজু করা হয় এবং গত ২৫-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০২.২০২৩–২৯ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি গত ২১-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখ আপনার জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেননি বিধায় গত ২০-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও

আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি গত ২০-০৩-২০২৪ খ্রি. তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭ (১০) বিধি মোতাবেক আপনাকে সরকারি 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে গত ৩০-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরামর্শ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোহাম্মদ সাচ্চু মিয়া, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-কে 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ সাচ্চু মিয়া, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৩.২০২৪–৪১—যেহেতু, আপনি জনাব মরিয়ম খাতুন, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর (সংযুক্ত: বেসিক ক্লিয়ারেন্স শাখা, পাসোর্নালাইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তরা) গত ২৬-১০-২০২৩ খ্রি. হতে ০২-১১-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৮ (আট) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন দাখিল করে ছুটি অনুমোদন হওয়ার পূর্বেই কর্মস্থল ত্যাগ করেন;

যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে ০৫-১১-২০২৩ হতে ১৪-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪০ (চল্লিশ) দিনের অর্জিত ছুটির আবেদনপত্র বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুরের মাধ্যমে ডাকযোগে প্রেরণ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব হতেই কর্মস্থল হতে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ছুটি মঞ্জুর হওয়ার পূর্বে একাধিকবার কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গত ০৮-০১-২০২৪ খ্রি. তারিখ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৫১ সংখ্যক স্মারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও আপনি তার জবাব প্রদান করেন নি;

যেহেতু, আপনি গত ২৬-১০-২০২৩ খ্রি. হতে ০৩-০৭-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ২৫২ (দুইশত বায়ান্ন) দিন এবং অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ৬০ দিনের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিতি একই বিধিমালার ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর শামিল বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২৪ রুজু করা হয়। গত ৩১-০৭-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৩.২০২৪-৩৯ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি গত ১৭-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখে আপনার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেননি বিধায় গত ২৩-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত পাওয়া গেছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন নি এবং গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭ (১০) বিধি মোতাবেক আপনাকে সরকারি 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য গত ২১-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আপনাকে 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মরিয়ম খাতুন, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর (সংযুক্ত: বেসিক ক্লিয়ারেন্স শাখা, পাসোর্নালাইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তরা)-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৩.২৩–৮৩—যেহেতু, জনাব তানজিনা বিনতে এরশাদ (বিএভি-১২০১৩৯), উপপরিচালক, ২ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর ইতঃপূর্বে জেলা কমান্ড্যান্ট, নরসিংদী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে সংস্থা কর্তৃক প্রার্থিত অঙ্গীভূত আনসার গার্ড অনুমোদন এবং পরবর্তীতে কোন গার্ডের জনবল হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের কেপিআই শাখার অনুমোদন সাপেক্ষে আইসিটি শাখার মাধ্যমে এইচআরএম (HRM)

সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ম থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নরসিংদী সদর উপজেলার 'নরসিংদী বাজার বনিক সমিতি'র সশস্ত্র আনসার ক্যাম্প হতে ০১ (এক) জন আনসার সদস্য হ্রাস করেন। আনসার সদস্য জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (আইডি নং-২০৩৩৫)-কে নরসিংদী সদর উপজেলার 'নরসিংদী বাজার বনিক সমিতি'র আনসার ক্যাম্প হতে গত ২৪-০৭-২০২১ তারিখে অ-অঙ্গীভূত করে তার কার্যালয়ে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত রেখে গত ২৪-০৪-২০২২ তারিখে ক্যাম্পে ম্যানুয়ালি অঙ্গীভূত দেখিয়ে সংস্থা হতে অবৈধভাবে ভাতা/রেশন উত্তোলন করার সুযোগ প্রদান করেছেন। বিদ্যমান অঙ্গীভূত এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ আনসার নীতিমালা অনুযায়ী অঙ্গীভূত মোট আনসার সদস্যের ২০% ছুটি প্রদানের বিধান থাকলেও তার কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে গত ২৭-১২-২০২২ তারিখ উক্ত আনসার ক্যাম্পে কর্মরত ১১ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্যের মধ্যে ০৫ (পাঁচ) জন বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পে অনুপস্থিত থাকে। একইসাথে বিদ্যমান অঙ্গীভূত আনসার নীতিমালা মোতাবেক অস্ত্রাগারের চাবি গার্ড কমান্ডারের নিকট সংরক্ষণের বিধান থাকলেও টহল দলের সদস্য জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম (আইডি নং-৬০২৮৪) এর নিকট অস্ত্রাগারের চাবি থাকায় গত ২৭-১২-২০২২ তারিখে দুষ্কৃতিকারী ডাকাত দল তা ছিনিয়ে নেন এবং ০২ (দুই) টি শর্টগান, ১০ টি কার্তুজ ছিনতাই হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১-০৩-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব সারোয়ার জাহান চৌধুরী (বিএভি–১২০০৬৪), পরিচালক, ২ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে পুনঃতদন্তের আদেশের প্রেক্ষিতে পুনরায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে;

০৩। যেহেতু, পরবর্তীতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১৩-০১-২০২৫ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে গত ১৬-০২-২০২৫ তারিখ তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

০৪। সেহেতু, জনাব তানজিনা বিনতে এরশাদ (বিএভি-১২০১৩৯), উপপরিচালক, ২ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর ও সাবেক জেলা কমান্ড্যান্ট, নরসিংদী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, ১ম ও ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব, তদন্ত ও পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩১/২০ মার্চ ২০২৫

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৪.১৫.০০১.২৪–১৩৫—"ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত এবং গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উদ্বোধনকৃত মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-কে আগামী ০২ (দুই) বৎসরের জন্য "বিশেষ কেন্দ্রীয় কারাগার" হিসাবে ঘোষণা করা হইল।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হইল, যাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হাফিজ-আল-আসাদ
উপসচিব।

নিরাপত্তা-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রি.

নং ৫৮.০০.০০০০.০৩৩.৩৬.০০১.২৫.২১০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হোসাইনী দালান ইমামবাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটি এতদ্বারা পনর্গঠন করিল:

০১.	জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানী এম.এম ইস্পাহানি লিমিটেড, ইস্পাহানি বিল্ডিং, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০	চেয়ারম্যান
০২.	জনাব সৈয়দ জাওহার রিজভী বাড়ী নং-১৪, রোড নং-১১৭, গুলশান, ঢাকা-১২১২	সদস্য
০৩.	জনাব সৈয়দ তাকী মোহাম্মদ ৪৭, আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা	সদস্য
০৪.	জনাব সৈয়দ বশীর আলী নাভানা সোবিয়া, ফ্ল্যাট#ই৭, ১২ নং বকশিবাজার রোড ঢাকা	সদস্য
০৫.	জনাব সৈয়দ ইলতেফাত হোসাইন ১৭, কে.এম আজম লেন, সাত রওজা, থানা-বংশাল, ঢাকা	সদস্য
০৬.	জনাব সৈয়দ আব্বাস আলী ৫/১ গোলাম মোস্তফা লেন, সিরাজী হাউজ, ঢাকা	সদস্য
০৭.	জনাব মীর জুলফিকার আলী ২৮/২ আলী হোসেন খান রোড, মৌলভীবাজার, ঢাকা	সদস্য
০৮.	জনাব এম.এম. ফিরোজ হোসাইন, সুপারিনটেন্ডেন্ট, হোসাইনী দালান ইমামবাড়া ৩৮/২, হোসাইনী দালান রোড, ঢাকা-১২১১	সুপারিনটেন্ডেন্ট সদস্য (পদাধিকার বলে)
০৯.	ওয়াকফ পরিদর্শক, ঢাকা-১	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১০.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ০৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি ও কর্মপদ্ধতি।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৫.০৫.০০২.১৬—২৪৩**—বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অন্যান্য নানা কারণে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নিরীহ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশ করার লক্ষ্যে সরকার জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিম্নরূপ দু'টি কমিটি গঠন করল:

(ক) (১) জেলা পর্যায়ের কমিটি:

(i)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	–	সভাপতি
(ii)	পুলিশ সুপার (মহানগর এলাকার জন্য পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার)	–	সদস্য
(iii)	পাবলিক প্রসিকিউটর (মহানগর এলাকার মামলাসমূহের জন্য মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর)	–	সদস্য
(iv)	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	–	সদস্য-সচিব

(২) জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি ও কর্মপদ্ধতি:

(i) রাজনৈতিক হয়রানীমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

(ii) আবেদনের সাথে এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চার্জশীটের সার্টিফাইড কপি দাখিল করতে হবে।

(iii) আবেদন প্রাপ্তির ৭ কর্মদিবসের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তটি জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (ক্ষেত্র বিশেষে মেট্রোপলিটান পাবলিক প্রসিকিউটর) এর নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করবেন।

(iv) আবেদন প্রাপ্তির ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পাবলিক প্রসিকিউটর (ক্ষেত্র বিশেষে মেট্রোপলিটান পাবলিক প্রসিকিউটর) তাঁর মতামত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করবেন।

(v) পাবলিক প্রসিকিউটর এর মতামত সংগ্রহপূর্বক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনটি ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

(vi) জেলা কমিটির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটি রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয়রানির জন্য দায়ের করা হয়েছে, তাহলে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

(vii) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সুপারিশ, মামলার এজাহার, চার্জশীটসহ আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংযুক্ত "ছক" অনুযায়ী তথ্যাদিসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে (ছক সংযুক্ত)।

(viii) এছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগের সলিসিটর কর্তৃক প্রত্যাহারযোগ্য মামলার তালিকা সংগ্রহ করা হবে। সলিসিটর কর্তৃক সংগ্রহকৃত মামলাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি সলিসিটর এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মামলাসমূহ রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয়রানির জন্য দায়ের করা হয়েছে, তাহলে মামলাসমূহ প্রত্যাহারের জন্য তিনি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির নিকট সরাসরি উপস্থাপন করবেন। একই সাথে সংযুক্ত ছক মোতাবেক সকল তথ্যাদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।

(খ) (১) মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি:

(i)	মাননীয় উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সভাপতি
(ii)	সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
(iii)	অতিরিক্ত সচিব, (আইন ও শৃংখলা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
(iv)	যুগ্ম-সচিব , (আইন), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
(v)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের নিচে নয়)	–	সদস্য
(vi)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, আইন-১ শাখা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য-সচিব

(২) মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি ও কর্মপদ্ধতি:

(i) জেলা কমিটির নিকট থেকে সুপারিশপ্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি সুপারিশগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং প্রত্যাহারযোগ্য মামলা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করবে ও মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(ii) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর আওতাধীন মামলাসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলো The Criminal Law Amendement Act, 1958-এর ১০(৪) ধারার বিধানমতে কমিশনের লিখিত আদেশ ব্যতীত প্রত্যাহার করা যায় না। এ কারণে এ ধরনের মামলা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করতে হবে। এ ধরনের মামলার বিষয়ে করণীয় পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক হিসেবে বিবেচিত মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম	জেলা/মেট্রো এলাকার নাম	থানার মামলা নম্বর, তারিখ ও ধারা	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	এজাহার নামীয় চার্জশিটভুক্ত আসামির সংখ্যা	মামলার বর্তমান অবস্থা ও বিচারাধীন আদালত এর নাম	প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম	রাজনৈতিক হয়রানিমূলক বিবেচনার যৌক্তিকতা	প্রত্যাহার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর মতামত	জেলা কমিটির সুপারিশ	দুদক/দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মামলা কিনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মার্চ ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে 'লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে।

নং ৫৫.০০.০০০০.১০৬.৯৯০১০.২০–৯৬—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও চৌকস মানবসম্পদ গঠনপূর্বক দ্রুত ও গুণগত মানসম্পন্ন আইনের খসড়া প্রণয়নসহ আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে **'লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট'** প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

২। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

৩। এই ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে।

মোঃ আশরাফুল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৭.০২(১)–১১৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবুল হাসান, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৭৯ খ্রি., পিতা- ফকির মোহাম্মদ, মাতা- মোছাঃ আয়েশা সিদ্দীকা, গ্রাম-শিশিরপাড়া, ওয়ার্ড নং-০২, পোষ্ট- গাংনী, গাংনী পৌরসভা, থানা-গাংনী, জেলা- মেহেরপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পৌরসভার ০১, ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১/২৪ মার্চ ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১০.৯৯.০০১.২৩-২৮১—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জনাব মোঃ আতাউর রহমান (৭৮৩৭), যুগ্মসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ ধারা ০৩ মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রাহেনুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪৩১/২৫ মার্চ ২০২৫

নং ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৮০.০৪.০০১.২৪–৩৪—যেহেতু, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা ক্রীড়া অফিসার, ঠাকুরগাঁও (প্রাক্তন জেলা ক্রীড়া অফিসার, গোপালগঞ্জ) গত ১২ জুলাই ২০২৪ তারিখ আনুমানিক সকাল ৯.০০ থেকে ১০.০০ টার মধ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসারদের Whatsapp Group ও Facebook এ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে শিষ্টাচার বহির্ভূত পোস্ট করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৮০.৩১.০৩১(ডিপি নং-২).১৬-১০৭ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণ অথবা আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদানে ইচ্ছুক কিনা তা লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছা পোষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে ২৩-০৩-২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা ক্রীড়া অফিসার, ঠাকুরগাঁও এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা নং ০২/২০২৪ এর আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে বর্ণিত অভিযোগসমূহের আলোকে শুনানিতে তাঁর পেশকৃত বক্তব্য এবং নথি উপস্থাপনকারী হিসেবে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। বিভাগীয় কার্যধারা নং ০২/২০২৪ এর আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে বর্ণিত Whatsapp Group ও Facebook এ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে যে পোস্ট করা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন এবং অনুতাপ প্রকাশ করেন। উক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় অভিযোগসমূহ স্বীকার করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ (২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪। সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ (২) (খ) এবং ৪ (২) (ক) মোতাবেক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা ক্রীড়া অফিসার, ঠাকুরগাঁও-কে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো এবং এতদ্বারা বিভাগীয় কার্যধারাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১/২৪ মার্চ ২০২৫

নং ৪০.০০.০০০০.০৪১.৩৮.০০৪.২৫–১০০—বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৩০০(বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের আদেশ নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

ক্রঃ/নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	পূর্বতন পদবি ও কর্মস্থল
০১.	মোছা: শাকিলা সারমিন সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা	অডিটর ডিএএফও, কুমিল্লা

শর্তাদি:

(ক) পূর্বপদের চাকরিকাল পেনশনযোগ্য হিসাবে গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) এ আদেশ তার সরকারি চাকরির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে;

(গ) এ ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

কামরুন নাহার
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮.০২৬.২০–১৪৭—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৪(১) উপধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করল:

ক্রম.	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে অবস্থান
১.	ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান (কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান)	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ	চেয়ারম্যান
২.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (এমআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	জননিরাপত্তা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (পুলিশ-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৬.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য

ক্রম.	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে অবস্থান
৭.	হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি	ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা	সদস্য
৮.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১ কারওয়ান বাজার, (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি	মোঃ সাইফুল আলম, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস্, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা	সদস্য
১০.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠন বা ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি	হুমায়ূন কবির খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
১১.	সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি	এম খালিদ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রোড সেফটি), ব্র্যাক, ব্র্যাক টাওয়ার, ৬৫ মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
১২.	ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব [কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অডিট ও আইন)]	পরিচালক (অডিট ও আইন), বিআরটিএ	সদস্য-সচিব

০২। গত ০৭-০৩-২০২৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮.০২৬.২০-১২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে জারি করা হলো।

০৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১০.২৩.৭২—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955)-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	আমানতগঞ্জ	৪৮	৫৫১২	৩০	বরিশাল সদর	বরিশাল
০২	কাজিরা	৫৫	৬৯৯	১	উজিরপুর	বরিশাল
০৩	উত্তর কমলাপুর	৯৩	১৪২	১	উজিরপুর	বরিশাল
০৪	গরিয়া	৫৮	৫৯৭	১	উজিরপুর	বরিশাল
০৫	বাগরা	২১	১৪০	১	উজিরপুর	বরিশাল
০৬	নরসিংহা	৬১	৬৮৭	১	উজিরপুর	বরিশাল
০৭	লস্করপুর	৪২	৭৪২	২	উজিরপুর	বরিশাল
০৮	বড় বাসাইল	১৭	১৭৫৩	২	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
০৯	বাকাল	৩১	১৮০২	২	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১০	সারদল	২৭	৪৬৬	১	নলছিটি	ঝালকাঠি
১১	তৌকাটি	৬৪	৭৫০	২	নলছিটি	ঝালকাঠি
১২	জোয়ার আওরা বুনিয়া	১১৯	৩৮৯	১	নলছিটি	ঝালকাঠি
১৩	নলবুনিয়া	৭৬	৮১৮	১	নলছিটি	ঝালকাঠি
১৪	জুর কাটী	১৩১	৮৭২	১	নলছিটি	ঝালকাঠি
১৫	কানুয়া	৩৩	১৪০৩	২	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
১৬	দক্ষিণ চর মঙ্গাল	৪৪	১৮২৭	৩	চরফ্যাশন	ভোলা
১৭	দক্ষিণ কোড়ালিয়া	১০৪	১৮৫৩	৩	ভোলা সদর	ভোলা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
যুগ্মসচিব।